গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ১৮ সংখ্যা | ২২ - ২৮ জানুয়ারি ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

মহান লেনিন স্মরণে

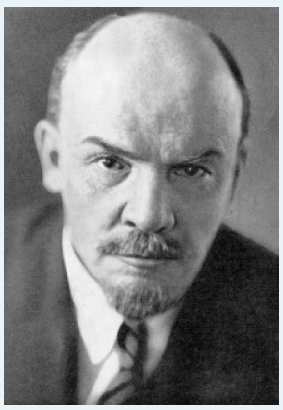

জন্ম ঃ ২২ এপ্রিল ১৮৭০ মৃত্যু ঃ ২১ জানুয়ারি ১৯২৪

“কেবল সংগ্রামই পারে শোষিত শ্রেণিকে শিক্ষিত করতে। সংগ্রামই শোষিত শ্রেণির সামনে তার নিজস্ব ক্ষমতার বিশালত্বকে উন্মুক্ত করে দেয়, বিস্তৃত করে দেয় তার দিগন্তকে, বাড়িয়ে দেয় শক্তি, মনকে প্রাঞ্জল করে, উদ্দীপ্ত করে তার ইচ্ছাশক্তিকে।”

— ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। ১৯০৫-এর বিপ্লব প্রসঙ্গে ভাষণ

তেলের দাম বাড়লে জনগণের পকেট কেটে তহবিল ভরায় সরকার

অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। অথচ সরকার বারে বারে বাড়িয়েই চলেছে পেট্রল-ডিজেলের দাম। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কলকাতায় লিটার-পিছু পেট্রলের দাম হয়েছে ৮৬.৩৯ টাকা। ডিজেল— ৭৮.৭২ টাকা প্রতি লিটার।

এমনিতেই অর্থনীতির বেহাল দশায় জনজীবন জেরবার। তার উপর করোনা অতিমারির ধাক্কা কর্মহীনতা অনেক বাড়িয়েছে। রোজগার কমে গেছে ব্যাপক ভাবে। এই পরিস্থিতিতে পেট্রল-ডিজেলের অস্বাভাবিক চড়া দামে পরিবহণ খরচ বেড়ে গিয়ে জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়তে থাকায় মানুষের দুর্দশা ভয়ঙ্কর চেহারা নিচ্ছে।

সরকার বলছে, আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম বেড়েছে, ফলে তারা নিরুপায়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তথ্য তো বলছে, পেট্রল-ডিজেলের এই চড়া দামের আসল কারণ সরকারের চাপানো উৎপাদন শুল্ক ও সেস, যা ক্ষমতায় বসে ব্যাপক হারে বাড়িয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার! ২০১৪ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দর ব্যারেল প্রতি ছিল ১০৮ ডলার, অর্থাৎ সেই সময়কার হিসাবে ৬৩৩০ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে দিনে দিনে কমেছে সেই দাম। কিন্তু পাশাপাশি দেশীয় বাজারে ক্রমাগত বাড়ানো হয়েছে এই দুই জ্বালানির ওপর উৎপাদন শুল্ক ও সেসের পরিমাণ। ২০১৪-র মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতায় বিজেপি যখন প্রথমবার বসে, তখন পেট্রল ও ডিজেলে উৎপাদন শুল্ক ছিল যথাক্রমে ৯.২০ টাকা ও ৩.৪৬ টাকা। গত সাড়ে ছ’ বছরে সেই শুল্ক বাড়ানো হয়েছে যথাক্রমে ২৫৮ শতাংশ ও ৮২০ শতাংশ! এই কারণেই গত এপ্রিলে, গোটা বিশ্ব যখন করোনা জ্বরে কাঁপছে, লকডাউনে ব্যাপক চাহিদা কমে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম শূন্যেরও নিচে নেমে যাওয়া সত্ত্বেও এ দেশে পেট্রল ও ডিজেলের দাম ছিল লিটার পিছু

দুয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লির কৃষক আন্দোলন ও স্বৈরাচারী সরকার

নবম আলোচনাটিও ব্যর্থ হল। অবশ্য ব্যর্থ হওয়ারই কথা ছিল। কারণ কৃষকদের সাথে আলোচনায় সরকার কখনওই আন্তরিক ছিল না। একদিকে যখন মন্ত্রীরা কৃষক-নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন, তখনই দেখা যাচ্ছে, যে বাস-মালিকরা কৃষকদের অবস্থানে যোগ দেওয়ার জন্য বাস দিয়েছিলেন, তাঁদের ভয় পাইয়ে দিতে গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ-কে দিয়ে সরকার সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ধারায় মামলা করেছে। শহিদ কৃষক পরিবারগুলিকে যাঁরা সাহায্য করছেন, সরকার কোনও রকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করিয়েছে। হরিয়ানায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর ‘অপরাধে’ ৯০০ জনের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টার মামলা করেছে বিজেপি সরকারের পুলিশ। অন্য দিকে কৃষকরা বারবার কৃষি আইনের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার চাওয়া সত্ত্বেও সরকার সুপ্রিম কোর্টকে দিয়ে একটি কমিশন গঠন করে দিয়েছে। এই কমিটিতে রয়েছেন এমন সব ব্যক্তিরা যাঁরা ঘোষিত ভাবেই সরকারের কৃষি আইনের সমর্থক। এই রকম পরিস্থিতিতে এ দিনের আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবেই সরকার পক্ষের কোনও নমনীয়তা কৃষক নেতারা দেখতে পাননি। তাঁরা ২৬ জানুয়ারিকে কৃষক প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে ঘোষণা করে সেদিন ট্রাক্টর নিয়ে দিল্লি অভিযানের ডাক দিয়েছেন। দিল্লি সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে তারই জোর প্রস্তুতি চলছে।

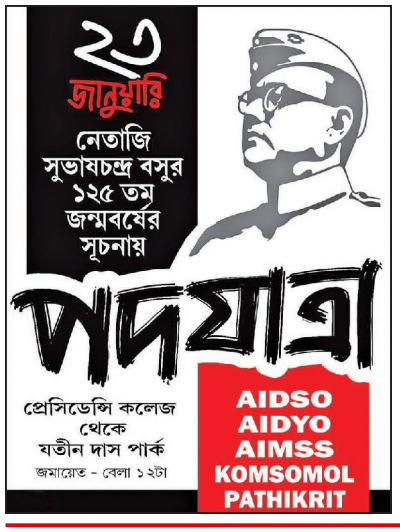

অনন্য এই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন

যে অসীম বীরত্বের সাথে দিল্লিতে কৃষকরা সংগ্রাম করছেন, ভারতের গণআন্দোলনের ইতিহাসে বোধকরি তার তুলনা নেই। শৌর্যে, বীর্যে, মহত্ত্বে, আত্মবলিদানের গৌরবে এই সংগ্রাম অনন্য। বিজেপি সরকার ভেবেছিল, বশংবদ মিডিয়ার প্রচারের জোরে তারা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে পারবে, করোনার এই দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে তারা এই কথা কৃষকদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবে যে, যা করা হচ্ছে তা কৃষকদের স্বার্থেই করা হচ্ছে। কিন্তু পরিকল্পনা ওদের সফল হয়নি। কৃষকরা ওদের চালাকি ধরে ফেলেছেন।

কৃষকরা এতটা মরিয়া, এতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবে এ

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাঞ্জাব থেকে দিল্লি ছাত্রদের বাইক র‍্যালি

এআইডিএসও-র উদ্যোগে ১৫ জানুয়ারি দিল্লির বুকে চলমান কৃষক আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে পাঞ্জাবের হুসেইনওয়ালা থেকে সিংঘু সীমান্ত ও টিকরি সীমান্ত পর্যন্ত বাইক র‍্যালি হয়। বাইক র‍্যালির সূচনায় ঐতিহাসিক ভগৎ সিং-সুখদেব-রাজগুরুর স্মৃতিসৌধে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ভি এন রাজশেখর এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। বক্তব্য রাখেন এআইকেএসসিসি-র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর পলিটবুরো সদস্য ও হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান, কমরেড সৌরভ ঘোষ সহ পাঞ্জাবের বহু বিশিষ্টজন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহর পরিক্রমা করে ১৯ জানুয়ারি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছয় এই র‍্যালি। পথে সুনাম শহরে শহিদ উধম সিংয়ের জন্মস্থানে তাঁর শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন প্রতিনিধিরা। বুঢলাডা, পাতিয়ালা সহ বিভিন্ন শহরে প্রতিনিধিদের রাতে থাকা-খাওয়া সহ সব রকমের সহযোগিতা নিয়ে গভীর আবেগে এগিয়ে আসেন পাঞ্জাববাসী মানুষ।

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্দোলনের জয়

লাগাতার আন্দোলনের চাপে অবশেষে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের সাম্মানিক ভাতা ও তিন লক্ষ টাকা অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হল সরকার। পৌরমন্ত্রী ১৩ জানুয়ারি এক টুইট বার্তায় এই বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের ১২৬ টি পৌরসভা ও পৌরনিগমে কর্মরত দশ হাজারের অধিক বিভিন্ন স্তরের পৌর স্বাস্থ্যকর্মী নামমাত্র সাম্মানিকের বিনিময়ে পৌর এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ধরে রেখেছে। গর্ভবতী মা ও শিশুর সুরক্ষার দায়িত্ব পালন সহ করোনা যোদ্ধা হিসাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চললেও বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার কোনও বেতন বৃদ্ধি, অবসরের বয়সসীমা বাড়ানোর, অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধি সহ এই পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার কথা ভাবেনি। তাই এই দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। সমস্ত পৌরসভায় এবং জেলায় জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

কলকাতার রাজপথও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্দোলনে মুখরিত হয়। গত ৫ জানুয়ারি কলকাতার রাসবিহারী মোড়ে অবরোধ করে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, সাত দিনের মধ্যে দাবি আদায় না হলে লাগাতার কর্মবিরতি চলবে। আন্দোলনের চাপে অবশেষে পৌরমন্ত্রী সাম্মানিক ভাতাবৃদ্ধি ও তিন লক্ষ টাকা অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু জানান, পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা অপূরিত দাবি আদায়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবি মানলেন কর্তৃপক্ষ

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে এআইডিএসও-র আন্দোলন অবশেষে জয়যুক্ত হল। ছাত্রছাত্রীদের ধারাবাহিক এই আন্দোলনের চাপেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্ত কলেজে ল্যাবরেটরি খোলার অনুমতি দিয়েছেন ও একই সঙ্গে কলেজগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি জীবাণুমুক্ত করে পঠন-পাঠনের উপযুক্ত করে তোলার কথা বলেছেন। এই জয় ডিএসও-র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের জয়। এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক আবু সাঈদ এ কথা বলেন। তাঁদের দাবি, অনলাইন শিক্ষাকে বিকল্প শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা চলবে না।

নিয়োগের দাবিতে ডিআরএসও-র ডেপুটেশন

কলেজে অধ্যাপক নিয়োগ সংক্রান্ত কলেজ সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউয়ের অস্বচ্ছ এবং অনৈতিক ধারার প্রতিবাদে ৪ জানুয়ারি ডেমোক্রেটিক রিসার্চ স্কলারস অর্গানাইজেশন (ডিআরএসও)-র এক প্রতিনিধি দল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা দফতর এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনে ডেপুটেশন দেয়।

তাঁদের দাবি অবিলম্বে শূন্যপদের সংখ্যা ঘোষণা করতে হবে। এ ছাড়া মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন জানানো ও ইন্টারভিউ প্যানেলের হাতে থাকা ৪০ নম্বর কমিয়ে ১৫ করা, বয়সসীমায় বৈষম্য দূর করে সকল বয়সের যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন করার অধিকার প্রদান, আবেদনের ফি কমানো এবং হাজার হাজার শূন্যপদ অনুমোদন করে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের দাবি জানানো হয়।

পকেট কেটে তহবিল ভরায় সরকার

একের পাতার পর

যথাক্রমে ৭০ টাকা ও ৬২ টাকা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু ৫০.৯৬ ডলার বা ৩৭২৫.৯২ টাকা, অর্থাৎ ২০১৪ সালের তুলনায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও ভারতে পেট্রল-ডিজেলের দাম আকাশ ছুঁয়েছে।

হিসাব বলছে, পেট্রল-ডিজেলের ওপর অস্বাভাবিক হারে শুল্ক ও সেস চাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই ক'বছরে লুটে নিয়েছে ১৯ লক্ষ কোটি টাকা। উৎপাদন শুল্ক ও যুক্তমূল্য কর অর্থাৎ ভ্যাট ধরলে পেট্রোপণ্যের দামের তিনভাগের দু'ভাগই ঘরে তোলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। মানুষ প্রশ্ন তুলেছে, আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়ার অজুহাতে সরকার যদি দেশের বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ায়, তাহলে যখন অশোধিত তেলের দাম একেবারে তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছিল, তখন সেই অনুপাতে দাম কমানো হয়নি কেন? তা যদি করা হত, তা হলে অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এখন জ্বালানি তেলের দাম খানিকটা হলেও কম থাকত। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, বাড়তি শুল্ক যদি সরকার তুলে নেয়, তা হলে ঠিক এই সময়ে পেট্রল-ডিজেলের দাম নেমে গিয়ে দাঁড়াবে লিটার পিছু যথাক্রমে ৬০.৪২ টাকা ও ৪৬.০১ টাকা। অর্থাৎ এই বাড়তি ট্যাক্সের বোঝা বইতে না হলে এখন দেশের মানুষ ২০১৪ সালের চেয়েও কম দামে পেট্রল-ডিজেল পেতে পারে। এতে দাম কমতে পারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের। একটু হলেও সুসহ হতে পারে দেশের খেটে-খাওয়া গরিব মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও অতিমারির প্রকোপে বিপন্ন এ দেশের মানুষ তো এটাই চাইবে যে সরকার তাদের অসহনীয় দুরবস্থা ঘোচানোর চেষ্টা করুক, চেষ্টা করুক জিনিসপত্রের দাম যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখার! একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে দেশের মানুষের এমন আশা করাটাই তো স্বাভাবিক ও ন্যায্য! এবং সরকার চাইলেই এ কাজটা করতে পারে।

অথচ তা না করে সরকার বলছে, শুল্ক কমানো হলে নাকি ঘাটতি পড়বে রাজকোষে! রাজকোষ ঘাটতি নিয়ে এতই যদি দুশ্চিন্তা, তাহলে এই বিপন্ন সময়ে দিল্লিতে নতুন সংসদ ভবন বানানো সহ রাজকীয় সেন্ট্রাল ভিস্টার বিলাসবহুল প্রাসাদ তৈরিতে ২০ হাজার কোটি টাকা ঢালছে কেন সরকার? রাজকোষে বিপুল ঘাটতি হতে পারে জেনেও এই সরকারই তো লক্ষ কোটি টাকা ছাড় দিচ্ছে পুঁজিপতিদের! ঢালাও ছাড় দিচ্ছে করে, মকুব করছে ব্যাঙ্কঋণ। সর্বোপরি ব্যবসায় উৎসাহ দেওয়ার নামে বিপুল টাকা ভরতুকি দিচ্ছে তাদের। অথচ দেখা যাচ্ছে, পেট্রল-ডিজেলের শুল্ক কমানোর কথা উঠলেই রাজকোষ ঘাটতি অলংঘনীয় বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের কাছে!

আসলে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের অসহনীয় দুর্দশা সম্পর্কে পুঁজিবাদী সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গি এমনই। দেশের আসল মালিক হাতে গোনা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ম্যানেজার এইসব সরকার এভাবে তেলের দাম বাড়িয়ে, জনসাধারণের উপর করের বাড়তি বোঝা চাপিয়ে, সেই লুটের টাকা দিয়েই নগ্নভাবে মালিকদের সেবা করে। তাতে মূল্যবৃদ্ধির ভারে সাধারণ মানুষের পিঠ যদি নুয়ে পড়ে তো পড়ুক না! তাদের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করার দায় নেই এই সরকারের। তাদের যাবতীয় দায়বদ্ধতা পুঁজিমালিকদের প্রতি। ঠিক এমন করেই জমিদারের লুটের স্বার্থে শোষণ বঞ্চনায় রিক্ত প্রজাদের পিঠে চাবুক চালাত অনুগত নায়েবরা। কালের নিয়মে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটেছে। 'সংসদীয় গণতন্ত্র' এই নামের আড়ালে কায়েম হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণির শাসন-শোষণ। দেশের জনসাধারণকেই এখন পাঁচ বছর অন্তর বেছে নিতে হয় 'নিজেদের সরকার'কে, ক্ষমতায় বসে যে সরকার মালিকের মুনাফার স্বার্থ অটুট রাখতে শোষণের জালে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে শ্বাসরোধ করে মারে সেই জনসাধারণেরই। পেট্রল-ডিজেলের দামের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি পুঁজিমালিক-সরকারের এই অশুভ জোটের ছবিই স্পষ্ট করে তুলে ধরছে।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া লোকাল কমিটির হাটথুবা সেলের প্রবীণ সদস্য কমরেড দুলাল ঘোষ ১৮ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কমরেড সাধন ঘোষ সহ অন্যান্য কমরেডরা তাঁর বাড়িতে যান। হাটথুবায় আদিবাসী কলোনি স্থাপন, খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন, ও বন্যা দুর্গতদের ত্রাণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় তাঁর বাসভবনে ১ জানুয়ারি। সভায় স্মৃতিচারণ করেন এস ইউ সি আই (সি)-র হাবড়া লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড সাধন ঘোষ, তাঁর ছোট ভাই বাসুদেব ঘোষ। তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। তিনি স্মৃতিচারণায় বলেন, হাবড়ায় পার্টির সূচনা পর্বে যে দু-তিন জন সংগঠনের কাজ শুরু করেন, তাদের অন্যতম প্রয়াত কমরেড অনিল ঘোষের মাধ্যমে কমরেড দুলাল ঘোষ দলের সাথে যুক্ত হন। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও অসুবিধার মুহূর্তেও দলের আদর্শের প্রতি তাঁর অটুট প্রত্যয় ছিল। ছোটদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন।

কমরেড দুলাল ঘোষ লাল সেলাম

কোচবিহার জেলায় এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড দেবাশীষ দত্ত (গৌতম) দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ১৮ ডিসেম্বর সকালে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর।

আশির দশকে প্রাথমিক স্তরে পাশফেল ও ইংরেজি চালুর দাবিতে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে মার্কসবাদ- লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। তিনি তুফানগঞ্জ মহকুমার সর্বত্র দলের কাজ করেন। ক্রমে তিনি দলের আবেদনকারী সদস্যপদ অর্জন করেন। দলের উদ্যোগে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন বড় মনের মানুষ, শিক্ষানুরাগী, ছাত্রদরদি, পরোপকারী, ক্রীড়া অনুরাগী এবং সাহসী। এই মহকুমায় দল গড়ে ওঠার গোড়ার দিকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন তিনি। নানা ঝড়ঝাপটা সামলে দলের স্বার্থরক্ষায় তিনি ছিলেন সদাজাগ্রত। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হবার পরও পার্টির খোঁজখবর নিতেন, নিয়মিত গণদাবী পড়তেন। পার্টির ভাল খবর শুনলে খুশি হতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল তার এক আপনজনকে হারাল।

৭ জানুয়ারি স্থানীয় সুব্রত চৌধুরী স্মৃতি পাঠাগার ভবনে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন। স্মৃতিচারণা করেন কমরেডস অসিত দে, কাজল চক্রবর্তী, সান্ত্বনা দত্ত সহ উপস্থিত ব্যক্তিরা। সকলেই এই মহকুমায় দল গড়ে ওঠার সূচনালগ্নে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

কমরেড দেবাশীষ দত্ত লাল সেলাম

মিথ্যাচার আর প্রতারণাই ভোটবাজ দলগুলির হাতিয়ার

বিধানসভার ভোট যত এগিয়ে আসছে, রাজ্যে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী দুই প্রধান প্রতিপক্ষের মধ্যে চাপান-উতোর ও কাদা ছোঁড়াছুড়ি ততই বাড়ছে। সেই সঙ্গে চলছে প্রতিশ্রুতির বন্যা আর দল ভাঙানোর নোংরা খেলা। রাজ্যের মানুষ দেখছেন এই বিচিত্র খেলায় বিজেপি তার প্রতিপক্ষের চেয়ে এগিয়ে। রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজেপি যোগদান মেলার আয়োজন করছে। সভা-পাল্টা সভা, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, পেশিশক্তির আস্ফালন, খুন-সন্ত্রাস— সব মিলিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বলা বাহুল্য, এই উত্তাপের সঙ্গে জনস্বার্থের সম্পর্ক বিশেষ নেই।

তৃণমূল আসরে নেমেছে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি নিয়ে। তাদের প্রচার হল, আপনার সমস্যা নিয়ে আপনাকে আর সরকারি অফিসে ছুটতে হবে না। সরকারই হাজির হবে আপনার দুয়ারে। শুধু আপনার প্রয়োজনটুকু বলার অপেক্ষা। তারপর সব নিমেষে সমাধান। ঠিক আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যের মতো। এরপর আবার আনা হয়েছে 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচি। সমাধান কী হবে সে পরের কথা। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ঠিক ভোটের মুখে এরকম নানা প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে তৃণমূল সরকারকে দুয়রে দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে কেন? তারা তো দাবি করছে, তারা পশ্চিমবাংলাকে নানা ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এই দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তো তাদের ভয় পাওয়ার কথা নয়। নাকি এ সবই নেহাত কথার কথা!

একটু খোলা চোখে প্রকৃত চিত্রটা দেখার চেষ্টা করলে এ সত্য ধরা পড়তে বাধ্য যে, সরকারের দাবির সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। সেখানে সমস্যার পাহাড় দিন দিন বাড়ছে। ঘরে ঘরে হাহাকার। ভিক্ষের মতো কিছু সাহায্য আর ভাতা মানুষের হাতে ধরিয়ে দিলেও তার দ্বারা সাধারণ মানুষের জীবনের মূল সমস্যাগুলি বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং বেড়েছে দুর্নীতি, তোলাবাজি আর কাটমানির দৌরাত্ম্য। পাড়ায় পাড়ায় দাদাগিরি আর সিন্ডিকেট রাজ। সুবিধা পাওয়া ও না-পাওয়াদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তাই তো আজ ভোটের মুখে সরকারকে দরজায় দরজায় যেতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে জেলায় জেলায় ছুটতে হচ্ছে। এমনকি ছোট-মাঝারি মাপের বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে হচ্ছে।

তৃণমূলের পাল্টা হিসাবে বিজেপি স্লোগান তুলেছে—'আর নয় অন্যায়'। অর্থাৎ, ভোটের মুখে বিজেপি বাংলার মানুষের সামনে ন্যায়ের প্রতীক সাজতে চাইছে। বিজেপির মতো একটি পুঁজিপতি শ্রেণির সেবক দলের কাছে 'ন্যায়ের' স্লোগানের মূল্য কতটুকু, দেশের মানুষ তা বারবার প্রত্যক্ষ করেছেন। এখনও দেশের মানুষ ভুলে যাননি, এই বিজেপি ২০১৪ সালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল— ভোটে জিতে ক্ষমতায় এলে বিদেশের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত কালো টাকা উদ্ধার করে দেশের প্রতিটি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে ভরে দেবে। কালো টাকা উদ্ধার তো দূরের কথা, কালো টাকার মালিকদের নামের তালিকা বিজেপি সরকার প্রকাশ পর্যন্ত করেনি। তাদের আর একটি প্রতিশ্রুতি ছিল— বছরে ২ কোটি চাকরি দেওয়া হবে। পাঁচ বছরে কত লোককে তারা চাকরি দিয়ছে? সংখ্যাটা নামমাত্র। অন্যদিকে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। বিজেপির তৎকালীন সভাপতি বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেই একে 'জুমলা' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সোজা কথায় তা ছিল ধাপ্পা, যা ভোটের পর হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। এ রাজ্যে যুব বিজেপি আবার রীতিমতো প্রতিশ্রুতি কার্ড ছাপিয়ে বাড়ি বাড়ি বিলি করেছে। ভাঁওতা ধরা পড়ায় নানা স্তরের মানুষ যখন প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন, তখন রাজ্য বিজেপি এই প্রতিশ্রুতি থেকে পিছয়ে আসে। একে কোন ধরনের 'ন্যায়' বলে আখ্যা দেওয়া যায়?

লকডাউন ঘোষণা করার আগে কোটি কোটি খেটে খাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা এতগুলি দিন কী খাবেন, কোথায় থাকবেন, 'ন্যায়ের প্রতীক' বিজেপি তা ভাবারই সময় পায়নি। অতিমারির ভয়াবহতার মধ্যে কাজ হারানো দেশের অগণিত গরিব অসহায় মানুষদের হাতে নামমাত্র কিছু চাল-গম ছাড়া তারা আর কিছু তুলে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেনি। কিন্তু 'ন্যায়' প্রতিষ্ঠার এক বিরল নজির স্থাপন করেছে আদানি-আম্বানিদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক-ঋণ মকুব করে দিয়ে। শুধু তাই নয়, অতিমারির সুযোগে জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা রেল-বিদ্যুৎ-এয়ার ইন্ডিয়া-বিএসএনএল সহ সরকারি ক্ষেত্রকে তারা কর্পোরেট মালিকদের হাতে একে একে তুলে দিচ্ছে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার এসবই এক একটা অভিনব নমুনা সন্দেহ নেই!

এই মুহূর্তে দিল্লির বুকে হাজার হাজার কৃষক প্রবল শৈত্যপ্রবাহ উপেক্ষা করে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কালা কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে। দিল্লির প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ ইতিমধ্যেই প্রায় ৭০ জন প্রতিবাদী কৃষকের জীবন কেড়ে নিয়েছে। আত্মহত্যা করেছেন আরও কয়েকজন। কিন্তু ন্যায়ের ধ্বজাধারী বিজেপি সরকার নির্বিকার। তারা একচেটিয়া মালিকদের হাতে কৃষিকে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। এই তাদের ন্যায়! রাজ্যের ভোটে বিজেপির প্রচারের মূল কথা— তারা ভোটে জিতলে বাংলাকে 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলবে। জনসাধারণ তাদের কাছে জানতে চাইতে পারেন, এখানে তারা না হয় এখনও ক্ষমতায় আসেনি। কিন্তু যেখানে তারা ক্ষমতায়, সেই উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, বিহারের মতো রাজ্যে কোন সোনার রাজত্ব তারা প্রতিষ্ঠা করেছে? তথ্য তো বলছে, সেখানে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। বিজেপি নেতারা বাংলায় এসে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের কথা আওড়াচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের গান শোনাচ্ছেন। যেন কতবড় সংস্কৃতিপ্রেমী! অথচ এদেরই নানা রাজ্য-নেতার মুখে 'গুজরাট বানিয়ে দেব', 'বদলা নেব' , 'সব লেখা থাকছে, কেউ বাদ যাবে না'—এরকম নানা হুমকি অহরহ শোনা যাচ্ছে। এ-ও বিজেপির 'ন্যায় প্রতিষ্ঠার' আর এক নমুনা!

মালিকদের টাকা, পেশি শক্তি, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং সর্বোপরি মিডিয়ার প্রচারই আজ দেশে ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করে। জনসাধারণ এখানে অসহায়। কর্পোরেট মালিকানাধীন সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমগুলির প্রচারের বন্যায় জনগণ ভেসে যায়। মিডিয়া যেভাবে তাদের মতামতকে প্রভাবিত করতে চায়, সেই সুরে তারাও ভাবতে থাকে সরকার থেকে অমুককে হটিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু যেটা মানুষ খেয়াল করে না, সেটা হল— এর পিছনে কাজ করছে পুঁজিপতি শ্রেণির একটা গভীর পরিকল্পনা। ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ যাতে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের দিকে চলে না যায়, যাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত না বিপন্ন হয়ে পড়ে, তার জন্য তারা মানুষের বিক্ষোভকে ভেটের বাক্সে ঘুরিয়ে দিতে চায়। ভোটে যতই সরকার পাল্টাক আগামী দিনে পুঁজিবাদের সংকট যত আরও বাড়বে, জনজীবনের সমস্যাও ততই বাড়তে থাকবে। কারণ পুঁজিবাদ তার সংকটের সমস্ত বোঝাটাই চাপিয়ে দিচ্ছে জনসাধারণের ঘাড়ে। এদের হয়ে সেই কাজটাই করছে ভোটবাজ দলগুলি। দুঃখের হলেও সত্য, এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতিতে যারা পথ দেখাতে পারত, সেই বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির একটা বড় অংশ লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে কিছু আসন জেতার আশায় কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।

এই পরিস্থিতি জনসাধারণকে ভাবতে হবে, তার কি পুঁজিপতি শ্রেণির ফাঁদে পা দিয়ে বারবারই প্রতারিত হবে, কর্পোরেট মালিকদের সেবাদাস এক দলের জায়গায় তাদেরই আর এক দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে আবার হতাশায় কপাল চাপড়াবেন, নাকি পুঁজিপতিদের ছকের বাইরে বেরিয়ে এসে বিকল্প পথের সন্ধান করবেন? তাদের বুঝতে হবে, যে পথ লড়াইয়ের পথ, আত্মদানের পথ, যে পথে আজ দেশের কৃষকরা হাঁটছেন, একসময় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম হেঁটেছেন, সেটাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। তাদের নিজস্ব সংঘবদ্ধতা এবং সংগ্রামের মধ্যেই রয়েছে তাদের আসল শক্তি।

জীবনাবসান

দলের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভাটপাড়া-জগদ্দল লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য এবং অল ইণ্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের শ্যামনগর-ভাটপাড়া আঞ্চলিক কমিটির কর্মী কমরেড সবিতা কুণ্ডু দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১১ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

কমরেড সবিতা কুণ্ডু কৈশোরেই তাঁর দাদার মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি এআইএমএসএসের একজন উৎসাহী সদস্য হয়ে ওঠেন। তাঁর সরল, সুমিষ্ট এবং নিরহংকার ব্যবহারের জন্য তিনি ছিলেন সুপরিচিত। দলের সিনিয়ার নেতা-নেত্রীদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং ছোটদের ও সমবয়সীদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর সংসারে পার্টি কর্মী-নেতা সকলের জন্য ছিল অবারিত দ্বার। নিজে সাধ্যমতো দলের কাজে অংশগ্রহণ করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনার কাজেও তিনি আজীবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের নেতা কর্মী সহ স্থানীয় প্রতিবেশীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগলের পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করা হয়। এছাড়া মাল্যদান করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস অমল সেন ও প্রদীপ চৌধুরী, এ আই এম এস এস জেলা কমিটির সভানেত্রী কমরেড রত্না দত্ত, দলের লোকাল সম্পাদক কমরেড পার্থ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কমরেড সবিতা কুণ্ডু লাল সেলাম

উলুবেড়িয়ায় আশাকর্মী সম্মেলন

১২ জানুয়ারি হাওড়ার উলুবেড়িয়া-১ ব্লক আশাকর্মী দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আশাকর্মীদের সরকারি স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ মেনে, ন্যূনতম মাসিক বেতন ২১ হাজার টাকা করা, উপযুক্ত পরিকাঠামো ও পারিশ্রমিক ছাড়া অবিলম্বে দিশা

ডিউটি বন্ধ করা, কোভিড-১৯ আক্রান্ত আশাকর্মী বা তার পরিবারের সদস্যের প্রাপ্য সরকার-ঘোষিত ক্ষতিপূরণ (১ লক্ষ টাকা) পাওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবিতে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র সংগঠক ও জেলা আশা কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি নিখিল বেরা। প্রমীলা মণ্ডলকে সভানেত্রী, নিপা মণ্ডলকে সম্পাদক, ঝুমা হাজরাকে সহ সম্পাদক ও অপর্ণা সাঁতরাকে কোষাধ্যক্ষ করে ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

সুপ্রিম কোর্টের রায় হতাশাজনক
কেন্দ্রীয় কমিটি

১২ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, কৃষকরা যখন চরম কৃষকস্বার্থ বিরোধী তিনটি কৃষি আইন এবং বিদ্যুৎ বিল-২০২০ বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই দাবিতে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে তখন সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে আইন তিনটি বাতিলের কথা না বলে শুধু স্থগিত রাখার রায় দিয়েছে এবং এই কৃষি আইনের দৃঢ় সমর্থক চারজন তথাকথিত বিশেষজ্ঞকে নিয়ে একটি কমিটি গড়ে তার সাথে আলোচনার জন্য কৃষকদের আহ্বান জানিয়েছে তা অত্যন্ত হতাশাজনক। তিনি বলেন, কৃষকরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং দেশের শ্রমজীবী মানুষকে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের পাশে এসে কর্পোরেট স্বার্থে বিজেপির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

কৃষি আইনের প্রতিলিপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ

কৃষি আইন এবং বিদ্যুৎ বিল-২০২০-র বিরুদ্ধে দিল্লিতে লক্ষ লক্ষ কৃষকের যে ঐতিহাসিক আন্দোলন চলছে তার প্রতি সংহতি জানিয়ে এআইইউটিইউসি-র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১১ জানুয়ারি জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়, আইনের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। অগ্নিসংযোগ করেন এআইইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি গৌরীশঙ্কর দাস।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র বেরা এবং জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য দীনেশ চন্দ্র মেইকাপ। বক্তারা বলেন, কৃষকদের সর্বনাশ করে কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষা করার মতলব থেকেই যে কৃষি নীতি তা কৃষকদের বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি। লেবার কোড, শিক্ষানীতি-২০২০, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং সরকারি সম্পত্তি বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধেও সর্বস্তরে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তাঁরা।

টালিগঞ্জে রেল পরিষেবা সম্প্রসারণ আন্দোলন

শিয়ালদা-বজবজ শাখায় ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো, টালিগঞ্জ স্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার উপযুক্ত সাবওয়ে সঠিক ভাবে নির্মাণ, এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিতে টালিগঞ্জ, লেক গার্ডেনস ও নিউ আলিপুর স্টেশন আধিকারিকদের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় ১৪ জানুয়ারি। নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে এই দাবিতে সাত দিন ধরে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলে। হাজার হাজার মানুষ দাবিপত্রে স্বাক্ষর দেন। সমস্ত স্টেশনের আধিকারিক ও স্টাফরা এই আন্দোলনে সমর্থন জানান। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ তিনটি ট্রেন বাড়াতে বাধ্য হন। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন প্রবীর বাগচী, সুস্মিতা পণ্ডা, তারাপদ মাইতি, নির্মল ঘোষ ও দিলীপ হালদার।

বেহালা ট্রাম ডিপো

সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে
সেভ এডুকেশন কমিটির স্বাক্ষর সংগ্রহ

হাতিবাগান

বাল সহায়িকা ও গৃহ সহায়িকা কর্মীদের ডেপুটেশন

৮ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৫০ জনের বেশি বাল সহায়িকা ও গৃহ সহায়িকা নারী ও শিশুকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরে ডেপুটেশন দেন।

তাঁরা করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল করে বিকাশ ভবনে পৌঁছান। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস ও বাল সহায়িকাদের নেত্রী শ্রীমতি শান্তি মাজি, সাধনা ঘোষ ও রুমা ধারা দাস। তাদের দাবি স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি দিতে হবে। শুভাশীষ দাস বলেন, দপ্তরের অধীন ৩৪টি ফ্যামিলি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার প্রোজেক্টের বাল সহায়িকা ও গৃহ সহায়িকা সহ ২৩৮ জন কর্মচারীকে ২০০৩ সাল থেকে বকেয়া ডিএ, সিএএস, লিভ এনক্যাশমেন্ট এবং সর্বশেষ এমনকি ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম-২০০৮ এর সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তাঁরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং অত্যন্ত দুঃখের হলেও সত্যি আজও তাঁরা মাসিক মাত্র ১৬০০ টাকায় চাকরি করে যাচ্ছেন। এদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানান তিনি।

১০ জানুয়ারি এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৭০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে তাঁদের নানা দাবি সম্বলিত একটি দৃপ্ত মিছিল হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অংশুধর মণ্ডল এবং জেলা সম্পাদক গোপাল দেবনাথ প্রমুখ

রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ গঙ্গারামপুরে

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বুনিয়াদপুর এলাকার পিচলা-আঙ্গারুন রসুলপুর রাস্তা উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে পিচলা থেকে আঙ্গারুন রসুলপুর পর্যন্ত পাঁচ কিমি রাস্তা অবিলম্বে তৈরি করার দাবিতে ১৩ জানুয়ারি দু'শোর বেশি গ্রামবাসী বুনিয়াদপুর শহরে মিছিল করে। পরে এসডিও অফিসের সামনে ৫১২ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরে প্রশাসনের প্রতিনিধি অবরোধস্থলে এসে প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কর্মসূচি পরিচালনা করেন উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক হরিশ মাহাতো, সভাপতি কানাই মাহাতো এবং বীরেন মহন্ত প্রমুখ।

১১ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বকুলতলা-নতুনহাটে কংগ্রেস-সিপিএম-তৃণমূল শাসকের হাতে নিহত জেলার ১৮৪ জন শহিদ স্মরণ সমাবেশের মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। বিস্তারিত সংবাদ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্র্যাক্ট কর্মীদের আন্দোলনের জয়

কন্ট্র্যাক্ট কর্মীদের নিয়মিতকরণ, স্থায়ী কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ না করা, সমকাজে সমবেতন প্রভৃতি দাবিতে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের কন্ট্র্যাক্ট কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। মাসের প্রথম সপ্তাহে বেতন, পিএফ, ইএসআই-এর টাকা প্রতি মাসে জমা করা, ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে বাধ্য না করা প্রভৃতি দাবিতে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দুই শতাধিক কন্ট্র্যাক্ট কর্মী ৬ জানুয়ারি ব্যাঙ্কের কলকাতার জোনাল অফিসে বিক্ষোভ-ডেপুটেশনে সামিল হন। নেতৃত্ব দেন ইউনিয়ন সভাপতি জগন্নাথ রায় মণ্ডল। সঙ্গে

ছিলেন সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস, সহ সভাপতি বরুণ চক্রবর্তী ও অশোক সাহা। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র কলকাতা জেলা সম্পাদক অনিন্দ্য রায়চৌধুরী, ব্যাঙ্ক সংগঠনের অন্যতম নেতা নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দার, ইউসুফ মোল্লা, তপন মীর, অজিত বাউরি, জয়দেব সরকার প্রমুখ।

ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জানান।

কৃষক আন্দোলনের পাশে আদিবাসী সংগঠন

৯ জানুয়ারি ঐতিহাসিক মুণ্ডা বিদ্রোহ 'উলগুলান' দিবসে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দ দিল্লির কৃষক আন্দোলনের মঞ্চে উপস্থিত হয়ে সংহতি জানান। তাঁরা সারা দেশে খেটে খাওয়া গরিব, বনবাসী-আদিবাসী মানুষকে উচ্ছেদ ও কৃষক-শ্রমিকের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শপথ নেন।

ধান কেনার সময়ই দাম দেওয়ার দাবি জানাল এআইকেকেএমএস

এ রাজ্যে ধান বিক্রিতে কৃষকদের হয়রানি বছরের পর বছর চলছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিক্রির ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দাম মেটানোর কথা খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের। কিন্তু টাকা পেতে ১০-১৫ দিন দেরি হয়ে যাচ্ছে। এই হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করা এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে প্রতি হাটে নগদে ধান কেনার দাবিতে ১৩ জানুয়ারি রায়গঞ্জ বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় এআইকেকেএমএস। তাদের দাবি, রামপুর অঞ্চলের আদিয়ার কিরনের গোডাউন থেকে পশ্চিম আদিয়ার পর্যন্ত ২.৫ কিমি রাস্তা, শীতগ্রাম হাইস্কুল থেকে দক্ষিণ মহিগ্রাম পর্যন্ত ৪ কিমি এবং কোকড়া ত্রিমোহনী মোড় থেকে রোলগ্রাম পর্যন্ত ২ কিমি রাস্তা নির্মাণ, দরিদ্র আদিবাসীদের জাতিগত আর্থ-সামাজিক সেন্সাস তালিকায় অন্তর্ভুক্তি সহ ১২ দফা দাবিতে এ দিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এ দিন রায়গঞ্জ রেল স্টেশন থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে পৌঁছান কৃষকরা। তাঁদের দাবি, কালা কৃষি আইন বাতিল করতে হবে, কর্পোরেটদের হাতে কৃষকদের ছেড়ে না দিয়ে সরকারি উদ্যোগে সস্তায় সার্টিফায়েড সার, কীটনাশক ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। নেতৃত্ব দেন দুলাল রাজবংশী, রাম হেমব্রম, রুবিনা খাতুন, মাধবী পাল, লক্ষ্মীরাম টুডু প্রমুখ।

প্রকাশিত হয়েছে

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

সংগ্রহ করুন

আইনি স্বীকৃতির দাবিতে বাইক-ট্যাক্সি চালকদের বিক্ষোভ

কলকাতা-সহ ভারতের বেশ কয়েকটি মেট্রোপলিটন শহরের বাইক ট্যাক্সি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বহু শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী মধ্যবয়স্ক মানুষজন এই পরিষেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। বহু সাধারণ মানুষ এই পরিষেবার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন এবং এর ওপরে নির্ভরশীল হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার ওলা, উবের প্রভৃতি অ্যাপগুলোকে বাইক ট্যাক্সি চালানোর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু রাজ্যের মোটর ভেহিকেল অ্যাক্টে ব্যক্তিগত নাম্বার প্লেটের বাইককে ট্যাক্সি হিসাবে ব্যবহারের সংস্থান না থাকায় চালকরা বারবার জরিমানা এবং পুলিশি উৎপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে ১৩ জানুয়ারি কলকাতা 'সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর ইউনিয়ন'-এর পক্ষ থেকে শতাধিক বাইক ট্যাক্সি চালক হাজরা মোড়ে বিক্ষোভ দেখান। এরপর তারা বেলতলা আরটিএ দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করে গিয়ে আরটিএ ডাইরেক্টরের কাছে পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেন। এআইইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহ-সভাপতি ও কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর ইউনিয়নের সভাপতি শান্তি ঘোষ বলেন, স্বনিযুক্তি শ্রমিক হিসেবে বাইক ট্যাক্সি চালকদের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের বেঁচে থাকার সুযোগ দিতে হবে।

করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বেকারত্বের হার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই অবস্থায় সৎ পথে উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বহু বাইক চালক জীবিকার এই পথ বেছে নিয়েছেন। এ কাজের আইনি স্বীকৃতি দ্রুত না দিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন বলে জানিয়েছেন বাইক ট্যাক্সি চালকেরা।

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে গুসকরায় ধরনা

বিজেপি সরকারের কৃষক স্বার্থ বিরোধী কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে এবং দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ৫ জানুয়ারি পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা শহরে এআইকেকেএমএস-এর পক্ষ থেকে ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মনসা মেটে। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমরেডস মোজাম্মেল হক, জবা পাল, সন্তু মণ্ডল প্রমুখ।

দিল্লির কৃষক আন্দোলন

একের পাতার পর

কথা বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকার ভাবতে পারেনি। তারা মনে করেছিল প্রচণ্ড শীতের মধ্যে কৃষকরা দুই এক দিনের বেশি থাকতে পারবে না। শীতের কামড় সহ্য করে খোলা আকাশের নিচে বসে থেকে থেকে হতাশ হয়ে ওরা ঘরে ফিরে যাবে। এই জন্য ওরা কালহরণের কৌশল নিয়েছিল। ওরা কৃষকদের আলোচনায় ডেকেছে, আইনের নানা সংশোধনীর প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু কৃষকরা বরাবরই পাল্টা বলেছেন— কোনও সংশোধনীতে কাজ হবে না। আইনের উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের আপত্তি। এই আইন আম্বানি, আদানি প্রমুখ করপোরেটদের স্বার্থে রচিত হয়েছে। এই আইনে কৃষকদের সর্বনাশ হবে। এই আইন সংশোধন করে কৃষকদের স্বার্থবাহী করা কখনওই সম্ভব নয়। তাই সংশোধন বা সংস্কার নয় একে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে।

বিজেপি সরকারের নিত্যনতুন কৌশল

বিজেপি সরকারের এই কাল হরণের মতলব সফল হল না। অষ্টম রাউন্ডের বৈঠকে তারা তাই তূণীর থেকে বের করে অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কৃষিমন্ত্রী তোমর বললেন, আসুন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আমরা মেনে নেব— এই প্রশ্নে আমরা একমত হই। সরকার সরাসরি 'সুপ্রিম কোর্ট' তাস খেলে আন্দোলনকারী কৃষকদের হতোদ্যম করতে চাইল। কৃষকদের জবাব ছিল— কোনও আইনি প্রশ্ন নিয়ে তারা এতদিন ধরে সংগ্রাম করছেন না। তাঁরা সংগ্রাম করছেন তাঁদের রুটি-রুজি জীবন-জীবিকার জন্য, তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং এই কারণেই তারা এই সব আইনের প্রত্যাহার চাইছেন। তাঁরা কোনও কোর্টে যাননি এবং যাওয়ার কোনও ইচ্ছাও তাঁদের নেই। মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সুপ্রিম কোর্টকে গ্রহণ করার কোনও পরিকল্পনাও তাদের নেই। তারা সরকারের কাছে এসেছেন এবং তারা আশা করেন, জনমতের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে সরকার এই আইন প্রত্যাহার করে নেবে।

সত্য হল সাম্প্রতিক অতীতে নানা ভূমিকা দেখে জনমনে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অনেকটাই নষ্ট হয়েছে। জনমনে এই বিশ্বাস ক্রমাগত গভীরতর হচ্ছে যে, দেশের কানুনি ব্যবস্থা শাসক দল ও কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষাকারী ছাড়া কিছু নয়। কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করাই আদালতের কাজ। এই কারণে আন্দোলনের ময়দানে এই আওয়াজ ক্রমাগত জোরদার হয়েছে, কোর্ট যে রায় দিক না কেন, দাবি না মেটা পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে। এর কোনও নড়চড় হবে না।

বহু দিক দিয়েই এই আন্দোলন অনন্য

কৃষকবিরোধী আইনগুলি প্রণয়নের উদ্দেশ্য যে কর্পোরেট প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করা, সেটা এই আন্দোলন যেমন পরিষ্কার করে দিয়েছে, তেমনই অতীতে এ দেশে কখনও যা দেখা যায়নি, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ আইনি ব্যবস্থা যে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে না, এই অনুভবও এই আন্দোলনের একটা বড় প্রাপ্তি।

অনেকের মনেই আশঙ্কা ছিল— সুপ্রিম কোর্ট যদি আন্দোলনের বিপক্ষে রায় দেয় তা হলে কী হবে? ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক বিরোধী এই আইনগুলিকে তারা বাতিল করছেন না, স্থগিত রাখছেন। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কমিটি ঠিক করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পরিহাসের বিষয় হল, সেই কমিটির চারজন সদস্যের চারজনই হলেন আপাদমস্তক কর্পোরেটপন্থী। যারা শুধু এই তিনটি আইন সমর্থন করেন তাই নয়, আইনে কোনওরকম পরিবর্তন না করেই এগুলিকে কার্যকরী করার পক্ষপাতী। কৃষকরা আগেই বলে দিয়েছেন, কোনও কমিটির কাছে তাঁরা যাবেন না। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও তার সরকারের সাথে সুপ্রিম কোর্টের গলাগলি সম্পর্ক। সরকারের সাথে জনগণের লড়াইয়ে কোর্টের কাছ থেকে জনস্বার্থে নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার আজ আর আশা করা যায় না।

এ কারণেই কৃষকরা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ২৬ জানুয়ারি লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টর নিয়ে কৃষকরা দিল্লির বুকে তাদের প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করবেন। দেশের সমস্ত রাজ্যে সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নামবেন। সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায় সেদিন রচিত হবে।

এই আন্দোলন এখন দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রের সশস্ত্র দমন-যন্ত্রের মুখোমুখি। যে কোনও মুহূর্তে রাষ্ট্রশক্তি এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সব কিছু সত্ত্বেও সংগ্রামী কৃষকরা তাদের ক্ষমতার শেষ বিন্দু দিয়ে লড়ছেন এবং লড়বেন। এই লড়াইয়ে তাঁদের পাশে আছে দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সমর্থন। আছে ছাত্র-যুব-কন্যা-জায়া-জননীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন যে এই ধরনের গতি ও মাত্রা পেতে পারে তা বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকার ভাবতে পারেনি। তারা জানত, কংগ্রেস সহ সংসদীয় জাতীয় এবং আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলো যেহেতু পুঁজিপতিদের স্বার্থেরই রক্ষক, তারা বড়জোর কৃষকদের হয়ে কিছুদিন চিৎকার করে কৃষক স্বার্থের চ্যাম্পিয়ন সাজবে এবং ভোটের পুঁজি সঞ্চয় করা হয়ে গেলে আন্দোলনে ক্ষান্তি দেবে। বাস্তবে তাদের হিসেবে কোনও ভুল ছিল না। দেখা গেল, এই দলগুলি সংসদে কৃষি আইন পাস করানোর সময় দু-চার দিন একটু হইচই করে চুপ করে গেল। আন্দোলনের আর কোনও কর্মসূচি তারা নিল না। কিন্তু শাসকদের কাছে খবর ছিল না যে শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাকে অনেক কিছু শিখতে সাহায্য করে। জীবনের সেই যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কৃষকরা ভালোমতোই উপলব্ধি করতে পেরেছেন বেসরকারিকরণের উপকারিতা সরকারগুলো কেন এত বেশি প্রচার করে। তাঁরা অভিজ্ঞতা থেকেই দেখতে পেয়েছেন সরকারি সম্পত্তির বেসরকারিকরণের নামে পুঁজিপতিদের মধ্যে বিলিবন্টন করে দিয়ে গদিতে আসীন নেতা-মন্ত্রীরা আসলে তাদের প্রভুদের সুযোগ করে দেন জনগণকে অবাধে লুঠবার। বেসরকারিকরণ মানে জনগণের সর্বনাশ আর কর্পোরেট পুঁজির পৌষমাস। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই এই হল জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতা। কৃষিক্ষেত্রেও কৃষকরা দেখছেন সার-বীজ বেসরকারি হাতে চলে যাবার পর এগুলির দাম কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। কেমন ভাবে এক ধাক্কায় চাষের খরচ বেড়েছে বহু গুণ। আর এই বাড়তি খরচ মেটাতে তাদের কেমনভাবে সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয়েছে। এই দেনার দায় মেটাতে হচ্ছে কৃষককে তার জীবন দিয়ে। প্রতি ১২ মিনিটে আমাদের দেশে একজন কৃষককে ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করতে হয়। এই হল পুঁজির নিগড়ে বাঁধা আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতির বাস্তব চিত্র।

কৃষকরা যখন দেখলেন যতটুকু সরকারি ব্যবস্থা ফসল ক্রয়ে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে এখনও এদেশে বেঁচে-বর্তে আছে, বিজেপি সরকারের এই নতুন কৃষি আইন তাকে সমূলে উৎখাত করবে। অবাধে লুণ্ঠন চালানোর জন্য পুরো কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষক সমাজকে কর্পোরেটদের হাতে পুরোপুরি সঁপে দেওয়া হচ্ছে, সরকার জেনে-বুঝেই ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত কৃষকদের চরম সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে— তখন তাদের পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হল না। লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া তাদের কোনও বিকল্প থাকল না। কৃষকদের এই সংগ্রামী মেজাজের জন্যই ছোট-বড় সমস্ত কৃষক সংগঠনগুলিরও বিকল্প ছিল না এই আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হওয়া ছাড়া। সারা দেশে ছোট-বড় নানা মত ও পথের প্রায় ৫০০-র কাছাকাছি কৃষক সংগঠন আজ তাই এই আন্দোলনে সামিল। এই আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ কতখানি শক্তি ধারণ করে। তারা অজ্ঞ থাকলে, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে শাসকরা তাদের নিয়ে যেমন খুশি খেলতে পারে, আর ঐক্যবদ্ধ হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে তারা উদ্ধত শাসকের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিতেও পারে। তখন জাতপাত সাম্প্রদায়িকতার বিভেদের রাজনীতি যা শাসকের হাতের অস্ত্র, সেগুলি সব ভোঁতা এবং অকার্যকরী হয়ে যায়। যেভাবে দিল্লির রাজপথে হিন্দু-মুসলমান জৈন খ্রিস্টান উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ এক সংগ্রামী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে আজ প্রায় দু'মাস ধরে দৃঢ়তার সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন, তাতে এই সহজ সত্য তাদের কাছে সহজভাবেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যে ধর্ম বা জাতপাত তাদের জীবনের কোনও সমস্যাই নয়। জাত ধর্ম যাই হোক তাদের সকলের জীবনের মূল সমস্যা শোষণ-শাসন ও প্রতারণা এবং অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কাজ না পাওয়া।

সর্বনাশা কৃষি আইন নিয়ে আলোচনা চাননি নরেন্দ্র মোদিরা

জুন মাসে করোনা জনিত আর্থিক সংকট মোকাবিলার জন্য ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কিন্তু দেশের শিল্পপতি পুঁজিপতিদের সুরাহার জন্য। করোনা পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়া কৃষকদের কোনও কিছুই সুবিধা না দিয়ে মোদি সরকার হঠাৎ অর্ডিন্যান্স জারি করে তিনটি ব্যবস্থা চালু করে দেয়। তারপর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সংসদের স্বল্পকালীন অধিবেশনে জনবিরোধী পরিকল্পনাগুলিকে আইনে রূপান্তরিত করতে যখন তারা অতি তৎপর তখন কোনও আলোচনা ছাড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে লোকসভায় তিনটি বিলই পাস করিয়ে আইন করে দিয়েছে। রাজ্যসভায় বাস্তবে কারচুপি করেই আইনগুলি ধ্বনি ভোটে পাস বলে তারা ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধে তখনই সারা দেশে প্রবল প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু সরকার তাতে কান দেয়নি। ২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বনধ হয়েছে। ১৪ অক্টোবর সারা ভারত প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়েছে। পাঞ্জাবে দু'মাস লাগাতার ট্রেন অবরোধ হয়েছে। সারা দেশে সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য সভা, মিছিল, ধরনা। সেপ্টেম্বর মাসেই কৃষক সংগঠনগুলির ২৬-২৭ নভেম্বর দিল্লি অভিযানের কর্মসূচি পালন করেছে। কিন্তু এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার কারও সাথে কোনও রকম আলোচনার উদ্যোগ না নিয়ে তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করার কৌশল নিয়েছে।

আন্দোলনে যুক্ত সারা দেশের চাষিরা

যখন পাঞ্জাব হরিয়ানাতে আন্দোলনের তীব্রতা বেশি দেখা দিতে লাগল, তখন মন্ত্রীরা বলতে শুরু করলেন যে সারা দেশের কৃষকদের এই আইন নিয়ে কোনো অসুবিধে নেই শুধু পাঞ্জাবের কিছু বৃহৎ কৃষক এই আন্দোলন করছে। অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তোলা এই প্রচারটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এ কথা সরকারপক্ষই সবচেয়ে ভালো করে জানে। বাস্তবে অবস্থাপন্ন কৃষক, মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন খেতমজুর— সকলেই এই কৃষিনীতিতে উদ্বিগ্ন। সকলেই কর্পোরেটদের আগ্রাসনের মুখে। ফলে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তারা এই আন্দোলনে সামিল। এ কথা ঠিক, শুরুর দিকে পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষকরাই ব্যাপক সংখ্যায় আন্দোলনে ছিলেন। কিন্তু সরকারের অনড় মনোভাবের কারণে এই আন্দোলনের তীব্রতা সারা দেশে বাড়ছে। শুধু দিল্লির রাজপথে নয়, সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকশো কৃষক সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এস কে এম)-এর শরিক সংগঠনগুলি, বিশেষ করে এ আই কে কে এম এস সারা দেশে প্রায় সমস্ত রাজ্যে প্রচার বিক্ষোভ অনশন অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে। এখন রাজস্থান থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক ইত্যাদি প্রায় সমস্ত রাজ্য থেকে কৃষকরা যেমন আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন তেমনই এই আন্দোলনের সমর্থনে প্রতিটি রাজ্যের কৃষক ও জনসাধারণ সর্বত্র অসংখ্য ধরনা মঞ্চ, সভা, অবস্থান, মিছিল, প্রচার, অনশন ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তা দিন দিন বাড়ছে। কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে গ্রামীণ ভারত বনধ হয়েছিল। দু'বার সাধারণ ধর্মঘট

সাতের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের ময়দান থেকে

আন্দোলনকারীদের শেষ তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছতেই পারিনি

সকালের প্রথম তারুণ আলো ফাটা মেঘের ভেতর দিয়ে জায়গা করে নিয়েছে অনায়াসে। মানুষের মতো দেখতে কিছু প্রাণী মানুষ হওয়ার অভিনয় করে যাচ্ছে সুকৌশলে। একটা বৃহৎ অংশ অদ্ভুত ভাবে আজ এই প্রতিযোগিতার বাইরে। তাদের কাছে সংগ্রামটা আজ খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য। এমনিতেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বেহাল। করোনা আবহে তা এখন শীতকালে পর্ণমোচী বৃক্ষের মতো অসহায়। রাষ্ট্রীয় শোষণের যাঁতাকলে সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি আজ নিজের অধিকারের প্রশ্নেও নীরব দর্শক। খোলা আকাশের নিচে সস্তায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মনুষ্যত্ব মানবতা মূল্যবোধ। এই করোনা আবহের মধ্যেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, নতুন শিক্ষানীতির মতো পাশ হল কৃষি আইন ২০২০। সৌজন্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রহসন।

অগ্নুৎপাতটা হয়তো হওয়ারই ছিল। কৃষি আইনকে কেন্দ্র করে শুরু হল প্রতিবাদ প্রতিরোধ, গড়ে উঠল স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন। মেরুদণ্ড সোজা করে এগিয়ে এল পাঞ্জাব। তারপর হরিয়ানা। একে একে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান সহ সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষকরা এই কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে শুরু করলেন। ব্যারিকেড, টিয়ার গ্যাস, পুলিশি অত্যাচারকে ছাপিয়ে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হতে শুরু করল।

আন্দোলন প্রায় দু'মাস হতে চলেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। আমরাও চলেছি এই আন্দোলনে সামিল হতে। রাত ৯ টার ট্রেন স্টেশনে পৌঁছল রাত ১১ টায়। অগত্যা রাতটা স্টেশনেই কাটাতে হল। পরের দিন সকালে আনন্দবিহার স্টেশন থেকে অটোতে ঘণ্টা খানেক যাওয়ার পর আমরা পৌছলাম সিংঘু বর্ডারে। দিল্লি-হরিয়ানা বর্ডার। প্রায় ২০০টি পুলিশের বাস ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে। কিছুটা পরেই চোখে পড়ল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। রাস্তার ওপর সারি সারি ট্রেন এর কনটেইনার, কাঁটাতার। পাঞ্জাব-হরিয়ানা থেকে আগত কৃষকদের পথ আটকে আজ তারা নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনে প্রত্যয়ী। ব্যারিকেডের কিছুটা পর থেকেই শুরু হল কৃষকদের তাঁবু। ব্যারিকেড থেকে প্রায় ২০০ মিটারের মধ্যেই মেইন স্টেজ। যেখান থেকে কৃষক আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে, নির্ধারিত হচ্ছে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, তুলে ধরা হচ্ছে রাষ্ট্রের চরিত্র। রাস্তার ওপর কৃষকদের তাঁবু , ট্রাক্টর, ট্রাক, লরি। অধিকাংশই ট্রাকের ওপরে ত্রিপল জাতীয় কিছু দিয়ে তার মধ্যেই কোনওরকমে আছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আন্দোলনে সামিল হয়ে রোজ আন্দোলনকে অক্সিজেন জোগাচ্ছেন। কৃষক থেকে ছাত্র, আট থেকে আশি সমস্ত মানুষ এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আজ এক সাথে। তাঁবুর মাঝে মাঝে কোথাও বসেছে লঙ্গরখানা। আন্দোলনে অংশ নেওয়া লক্ষাধিক মানুষের দিনের শেষে খাওয়ার সংস্থান হয় ওখানেই।

পরের দিন সকালে কুয়াশা সরতে একটু সময় নিল। বেলা ১১ টায় পাশের একটা লঙ্গরখানায় কিছু খেয়ে আমরা বেরোলাম। হিন্দিটা মানিয়ে নিতে আমাদেরও খুব একটা অসুবিধা হল না। চারিদিক কৃষি বিলের বিরুদ্ধে স্লোগান গমগম করছে। বিভিন্ন জায়গায় কৃষি বিলের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন রকম পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। কোথাও স্লোগান, কোথাও নাটক, কোথাও আবার ভগৎ সিংকে সামনে রেখে গান করছে আন্দোলনকারীরা। পাঞ্জাবের প্রায় প্রতিটি বাড়ি নিজেদের সামর্থ্যমতো অবদান রেখেছে আন্দোলনে, হরিয়ানাও পিছিয়ে নেই। কেউ অর্থ সাহায্য করছে, কেউ আটা, চাল, ডাল, কেউ বা খেতের সবজি। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে সাহায্য, দেশের বাইরে থেকেও সাহায্য আসছে গণআন্দোলনে। এসেছে মেডিক্যাল টিম। ক্যাম্পে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। মাঝেমধ্যেই এদিক ওদিক থেকে কিসান আন্দোলনের স্লোগান ভেসে আসছে।

এখানে আজ আমাদের দশদিন। দিন দিন আন্দোলনকারীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। যেখানে আমি আপনি সন্ধ্যা হলে চার দেওয়ালের মধ্যে থেকেও শীতের তীব্রতা মাপতে মাপতে নিদ্রামগ্ন হই, সেখানে কৃষকরা দিল্লির প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে রাস্তায় দিন কাটাচ্ছে, লড়ছে নিজেদের অধিকার রক্ষার লড়াই, হয়ত আমার আপনার লড়াইটাও। একটা তাঁবুর সামনে বসে আছেন একজন আন্দোলনকারী কৃষক। বয়সটা বোধহয় ষাটের আশেপাশে। আমাদের দেখে ইতস্ততবোধ করতে লাগলেন প্রথমে। কথা বলে জানতে পারলাম আন্দোলনের প্রথম দিন থেকে উনি আছেন রাস্তায়। তবুও চোখে মুখে হতাশার লেশমাত্র নেই। আমাদের একজন প্রশ্ন করল, এইভাবে আর কতদিন? দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর এল— কৃষি বিল রদ না হওয়া পর্যন্ত, চার মাস, ছয় মাস প্রয়োজন হলে আরও। একজন আবার প্রশ্ন করল যদি সরকার মেনে না নেয় তাহলে? তাকে থামিয়েই উনি তাঁবু বাঁধার দড়িটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। লজ্জায় আর গর্বে আমরা ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ৬০ বছরের বৃদ্ধের তারুণ্য যেন আজ ১৮ বছরের তরুণকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

ক্ষয়িষ্ণু এই সমাজে যেখানে মানুষের মধ্যে তিক্ততা, অসহিষ্ণুতা ক্রমবর্ধমান, সেখানে দিল্লির এই আন্দোলনের আবহে যেন একটা বিপরীত স্রোত। আন্দোলনে অংশ নেওয়া কয়েক লক্ষ মানুষ যেন আজ এক মায়ের সন্তান, কতদিনের চেনা, কতটা কাছের। গণআন্দোলনের উত্তাপে মানুষের চরিত্রও যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

এদিকে সংবাদমাধ্যমগুলো সুচতুর ভাবে এগুলো আড়াল করছে। কৃষকদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনার পরও রাষ্ট্র কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষায় অনড়। এদিকে আন্দোলনের পটভূমিতে যেন একটি স্লোগান— 'কিসান বিরোধী কালে কানুন, রদ করো।' তাঁদের দাবি থেকে তাঁরা একটুও পিছিয়ে যেতে রাজি নয়। দিল্লি সীমান্তে যেন নতুন করে আবার ভগৎ সিং-এর জন্ম হয়েছে।

ফিরেছি প্রায় আরও পাঁচদিন পর। প্রতিটা দিন আমরা দেখেছি মানুষের মধ্যে প্রবল আবেগ ও এগিয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছাশক্তি। যেন এক নতুন ভারতবর্ষ। যতদূর চোখ যায় শুধু কৃষকদের তাঁবু। কোনোদিনও আন্দোলনকারীদের শেষ তাঁবু অবধি পৌঁছতে পারিনি আমরা। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সংগঠিত, শান্তিপূর্ণ কৃষক আন্দোলনের নজির বিরল। সিংঘু বর্ডার এর মতোই টিকরি বর্ডার, গাজিপুর বর্ডারে সংগঠিত হয়েছে আন্দোলন।

কৃষক আন্দোলন এখনও অব্যাহত। পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধানও যেন আজ নিজের ওপর লজ্জিত, নিজেই নিজেকে নিয়ে হাসছে। রাষ্ট্র এখনও নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। চাইলে আপনিও দিল্লি সীমান্তে কৃষকদের সাথে থেকে এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের সাক্ষী হতে পারেন।

আকাশ বেরা, পশ্চিম মেদিনীপুর

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালডি লোকাল কমিটির অন্তর্গত আমলাডি গ্রামের কর্মী কমরেড ধীরেন্দ্রনাথ বাউরী ১১ ডিসেম্বর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। এলাকার উন্নয়নের দাবিতে দলের নেতৃত্বে যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তিনি সেই আন্দোলনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাস্তাঘাট নির্মাণ, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং সেচের দাবিতে আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওই দাবিগুলি সাফল্য লাভ করে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্বার্থে স্কুল গড়ার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনে তাঁর আত্মীয়-স্বজন যুক্ত হন এবং তাঁদের দান করা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আমলাডি প্রাথমিক বিদ্যালয়'। পেশায় আর্য়ুবেদিক চিকিৎসক কমরেড ধীরেন বাউরীর আশেপাশের অঞ্চল ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের চন্দন কেয়ারী এলাকার বিভিন্ন গ্রামেও যাতায়াত ছিল। যেখানেই যেতেন পার্টির বক্তব্য তাঁর মতো করে তুলে ধরতেন। তাঁর জীর্ণ কুটির সবার জন্যই অবারিত ছিল। দলের মুখপত্র গণদাবী নিজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন, অন্যদেরও পড়তে উৎসাহিত করতেন। গত ২৭ ডিসেম্বর আমলাডি গ্রামে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মদন চ্যাটার্জী, সাঁওতালডি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মিহির সহিস, শ্রীপতি মাহাত, শশাঙ্ক শেখর মাজী, অনুপ মাহাত প্রমুখ।

কমরেড ধীরেন্দ্রনাথ বাউরী লাল সেলাম

দিল্লির কৃষক আন্দোলন

ছয়ের পাতার পর

হয়েছে। কয়েক কোটি মানুষ ধর্মঘট সফল করতে সক্রিয় ভাবে সামিল হয়েছে। দেশের শ্রমিক-কর্মচারীরা শুধু নয়, আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন ছাত্র-যুব-মহিলারাও। অভিনেতা থেকে গায়ক ক্রিকেটার শিল্পী সাহিত্যিক ক্রীড়াবিদ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন প্রকাশ্যে। বহু বিশিষ্ট মানুষ তাদের পদক খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। কৃষক অন্নদাতা, সে আজ বিপন্ন— এ কথা উপলব্ধি করে সমাজের সমস্ত অংশের মানুষ আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা আন্দোলনকারীদের অর্থ এবং বেঁচে থাকার রসদ জোগাচ্ছেন। চিকিৎসকরা দিচ্ছেন স্বেচ্ছায় চিকিৎসা পরিষেবা। সকল স্তরের সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে এই আন্দোলন এখন যথার্থ অর্থে সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করেছে ।

বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ জিনিস ছিল অপ্রত্যাশিত। গোড়া থেকেই তারা কৃষকদের আন্দোলনের শক্তিকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের চোখেই দেখেছে। অনায়াসে তাকে দমন করা যাবে এমনই ভেবেছে। সে মতোই ২৬-২৭ নভেম্বরের দিল্লি অভিযান বানচাল করার জন্য তারা পরিকল্পনা করেছিল যে, বিজেপি শাসিত হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে দিল্লি অভিমুখে আসা আন্দোলনকারী কৃষকদের রাস্তাতেই আটকে দেওয়া হবে, দিল্লি অবধি পৌঁছতেই পারবে না তারা। সেই পরিকল্পনা মতো হরিয়ানার বিজেপি সরকার রাস্তার উপর বড় বড় বোল্ডার ফেলেছে, রাস্তা কেটে দিয়েছে, কংক্রিটের ব্যারিকেড তৈরি করেছে, লাঠিপেটা করে কৃষকদের রক্তাক্ত করেছে, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে, জলকামান ব্যবহার করেছে। কিন্তু কৃষকদের সাথে আলোচনা করার, তাদের কথা শোনার ইচ্ছা তাদের কখনওই জাগেনি। কৃষকরা ব্যারিকেড ভেঙে ফেলেছেন, বোল্ডারের প্রাচীর সরিয়ে দিয়েছেন, সরকারের ভেঙে দেওয়া রাস্তাকে চলাচলের যোগ্য করে নিয়েছেন, লাঠি টিয়ার গ্যাস, জলকামান অগ্রাহ্য করে অপ্রতিরোধ্য তারা এগিয়ে এসেছেন দিল্লি অভিমুখে। শেষপর্যন্ত হাজির হয়েছেন দিল্লির উপকণ্ঠে।

এতে প্রবল আক্রোশে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের আইটি সেল পাঞ্জাব থেকে আসা আন্দোলনকারী কৃষকদের বিচ্ছিন্নতাবাদী 'দেশদ্রোহী', 'পাকিস্তানি', 'সন্ত্রাসবাদী' ইত্যাদি হিংসা ও শত্রুতামূলক শব্দগুলি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যসাধনে বাজিমাত করবার এই বিষাক্ত অস্ত্রগুলি যে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে বিজেপি নেতারা আগে তা টেরও পাননি। কৃষক আন্দোলন তা টের পাইয়ে দিল।

বিজেপির এই অপপ্রয়াসকে পরাস্ত করে আজ সিংঘু, টিকরি, গাজিপুর, শাহজাহানপুর বর্ডারগুলি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আস্তিক-নাস্তিক সকলের মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সৌজন্যে। (চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

হরিহরপাড়ায় মিছিল ও সমাবেশ

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের নয়া তিনটি কালা কৃষি আইন, বিদ্যুৎ বিল-২০২০ বাতিলের দাবিতে দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে ১৪ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার

হরিহরপাড়ায় মিছিল ও সভায় যোগ দিলেন সহস্রাধিক মানুষ। হরিহরপাড়া ব্লক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে স্বরূপপুর মোড় থেকে সুসজ্জিত সহস্রাধিক মানুষের দৃপ্ত মিছিল হরিহরপাড়া বাজার পর্যন্ত যায়। মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়, এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি কমরেড মদন সরকার সহ জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব। মিছিল শেষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের শহিদদের উদ্দেশ্যে সভার শুরুতেই সভার সভাপতি কমরেড মদন সরকারের আহ্বানে এক মিনিট নীরবতা পালন হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়। কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সংগ্রামরত দিল্লির লাখ লাখ কৃষকের দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অদম্য মনোভাব ও মনোবলকে ভারতবর্ষের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলে আখ্যায়িত করেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটি গঠিত

অনন্য দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠিত হল। ১৬ জানুয়ারি মৌলালি যুব কেন্দ্রের বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে এক সভা থেকে সারা বাংলা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবর্ষ কমিটি গঠিত হয়। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে নেতাজির জীবনাদর্শ চর্চার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। সভায় নির্বাচিত সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী গণেশ হালুই, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল কুমার চ্যাটার্জি, অধ্যাপক মনোজ কুমার ভট্টাচার্য, ডাঃ অশোক কুমার সামন্ত। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী রূপশ্রী কাহালী।

নেতাজির উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয় ও ধারাবাহিক ভাবে নেতাজি চর্চার লক্ষ্যে মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। আবেগঘন এই সভায় ছাত্র যুবক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে বিমল কুমার চ্যাটার্জিকে সভাপতি ও অশোক কুমার সামন্তকে সম্পাদক করে ২৪৮ জনের কমিটি গঠিত হয়। কমিটি জেলাস্তরে শাখা সংগঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সোনেপত থেকে টিকরি
ট্রাক্টর মিছিল এআইকেকেএমএস-এর

এআইকেকেএমএস-এর উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের মহড়া হিসাবে কুন্দালি বর্ডার থেকে টিকরি বর্ডার পযন্ত শত শত ট্রাক্টরের মিছিল

হরিয়ানায় কৃষকদের মিছিল

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে হরিয়ানা জুড়ে এআইকেকেএমএসের নেতৃত্বে সর্বত্র মিছিল-মিটিং, ধরনা, অবস্থান সংগঠিত হয়ে চলেছে। সোনেপতে এআইকেকেএমএস-এর ডাকে ১৭ জানুয়ারি বিশাল কৃষক মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কৃষক নেতা কমরেড প্রতাপ সামল।

মহিলা কিসান দিবসে দিল্লিতে সমাবেশ

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ১৭ জানুয়ারি মহিলা কিসান দিবসে দিল্লি (ছবি) এবং দেশের সমস্ত রাজধানী শহরে এআইএমএসএস সহ নানা মহিলা সংগঠন বিক্ষোভ দেখায়

কৃষকদের চিকিৎসায় ৪০ হাজার টাকার ওষুধ প্রদান

১১ জানুয়ারি সংযুক্ত কিসান মোর্চার শালিমার বাগ ত্রিনগর শাখা এবং এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে দিল্লির সিংঘু বর্ডারে চিকিৎসা শিবির চালানোর জন্য মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে ৪০ হাজার টাকার ওষুধ তুলে দেওয়া হয়। সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতা নীতু খান্না এবং এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ হারোড়ে এই সাহায্য-সামগ্রী তুলে দেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাঃ অংশুমান মিত্রের হাতে। উপস্থিত চিকিৎসক ও নার্সিং স্টাফদের চাদর পরিয়ে সংবর্ধনা জানান কৃষক প্রতিনিধিরা। এই উপলক্ষে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষক আন্দোলনের শহিদ স্মরণে এবং কেন্দ্রীয় কৃষি আইন ও নয়া লেবার কোডগুলি বাতিল ও বিদ্যুৎ বিল ২০২০ প্রত্যাহারের দাবিতে ৮ জানুয়ারি হুগলির শ্রীরামপুর স্টেশনের পাশে অবস্থান। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসির সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com